গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অর্থবছর: ২০২৬-২৭

সূচিপত্র

সেকশন ১: ভিশন, মিশন এবং ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা ৩
সেকশন ২: (বিবেচ্য অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা) ৭
সেকশন ৩: (মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত বিষয়-সংক্রান্ত প্রতিবেদন) ১০
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ ১১
সংযোজনী ২: বিস্তারিত পরিকল্পনা (Detailed plan) ১২
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন ও প্রমাণক (Performance and proof) ১৬
সংযোজনী ৪: অন্য অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল কার্যক্রমসমূহ ১৮

সেকশন ১
ভিশন, মিশন এবং ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

১.১ ভিশন
সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

১.২ মিশন
দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, মুক্ত চিন্তার প্রসার এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

সেকশন ১
মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার ছক (3-year plan table of the ministry/department)

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর (2025-26)	৩য় বছর
১	দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রসার এর মাধ্যমে জাতীয় ভাবধারাপন্থী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান।	ক) গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক একুশে পদক প্রদান; খ) দেশের সকল জাতিসত্তার সম্মিলনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন; গ) রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন এবং লালন তিরোধান দিবস পালন; ঘ) দেশবিখ্যাত বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে ৪টি অনুষ্ঠান আয়োজন; এবং ঙ) মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন মনীষীর স্মরণে ১২০টি আলোচনা সভা আয়োজন।	ক) গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক একুশে পদক প্রদান; খ) দেশের সকল জাতিসত্ত্বার সম্মিলনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন; গ) রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন এবং লালন তিরোধান দিবস পালন; ঘ) দেশবিখ্যাত বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে ৬ টি অনুষ্ঠান আয়োজন; এবং ঙ) মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন মনীষীর স্মরণে ১৩০টি আলোচনা সভা আয়োজন।	ক) গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক একুশে পদক প্রদান; খ) দেশের সকল জাতিসত্তার সম্মিলনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন; গ) রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন এবং লালন তিরোধান দিবস পালন; ঘ) দেশবিখ্যাত বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে ৮ টি অনুষ্ঠান আয়োজন; এবং ঙ) মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন মনীষীর স্মরণে ১৪০টি আলোচনা সভা আয়োজন।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর (2025-26)	৩য় বছর
২	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিতকরণ, এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	ক) সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে দ্রুততম সময়ের কপিরাইট অফিসের মাধ্যমে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ (নিষ্পত্তির হার ৬০%); খ) দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ১১৫০টি প্রতিষ্ঠানকে এবং ৩৭০০ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে অনুদান প্রদান; গ) তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের মাঝে পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিত করতে ৮০০ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান; ঘ) তরুন প্রজন্মের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৮৫০ জন সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও তবলা বাদককে সম্মানী প্রদান এবং ১৭ টি বিদ্যালয়কে বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বাবদ অনুদান প্রদান; ঙ) দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন; এবং চ) দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি স্থাপন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন ২০২৭) এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাভ্যাস চর্চার প্রসারে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী সেবার মাধ্যমে লক্ষাধিক পাঠককে বই পড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ; পাঠক ও স্থানীয় কিশোর তরুণদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন; নতুন পাঠক লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্তি এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের মাধ্যমে আবৃত্তি, গল্পবলা, বিতর্ক, বইপাঠসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন।	ক) সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে দ্রুততম সময়ের কপিরাইট অফিসের মাধ্যমে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ (নিষ্পত্তির হার ৭০%); খ) দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ১২০০টি প্রতিষ্ঠানকে এবং ৩৮৫০ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে অনুদান প্রদান; গ) তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের মাঝে পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিত করতে ৮২০ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান; ঘ) তরুন প্রজন্মের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৮৬০ জন সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও তবলা বাদককে সম্মানী প্রদান এবং ২০ টি বিদ্যালয়ে বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বাবদ অনুদান প্রদান; এবং ঙ) দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন।	ক) সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে দ্রুততম সময়ের কপিরাইট অফিসের মাধ্যমে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ (নিষ্পত্তির হার ৭০%); খ) দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ১২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে এবং ৪০০০ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে অনুদান প্রদান; গ) তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের মাঝে পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিত করতে ৮৪০ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান; ঘ) তরুন প্রজন্মের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষে সঙ্গীত ৮৭০ জন প্রশিক্ষক ও তবলা বাদককে সম্মানী প্রদান এবং২৫ টি বিদ্যালয়ে বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বাবদ অনুদান প্রদান; এবং ঙ) দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন।
৩	সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চার পরিবেশ গঠনে গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন।	ক) জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ চূড়ান্তকরণ; এবং খ) সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণ, জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়ন তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ১২টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান।	ক) জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ বাস্তবায়ন; এবং খ) সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণ, জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়ন তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ১৪টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান।	ক) সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণ, জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়ন তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ১৬টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান।
৪	সাংস্কৃতিক চুক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ।	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় সংস্কৃতির প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোড়দারকরণের উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা (বহির্বিশ্বে সাংস্কৃতিক/কারিগরী/ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ৫ টি প্রতিনিধি দল প্রেরণ; বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে ২ টি MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/ CEP সম্পন্নকরণ এবং বিভিন্ন দেশের ৪টি সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান)।	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় সংস্কৃতির প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোড়দারকরণের উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা (বহির্বিশ্বে সাংস্কৃতিক/কারিগরী/ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ৭ টি প্রতিনিধি দল প্রেরণ; বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে ৩ টি MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/ CEP সম্পন্নকরণ এবং বিভিন্ন দেশের ৫টি সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান)।	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় সংস্কৃতির প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোড়দারকরণের উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা (বহির্বিশ্বে সাংস্কৃতিক/কারিগরী/ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ৮ টি প্রতিনিধি দল প্রেরণ; বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে ৪ টি MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/ CEP সম্পন্নকরণ এবং বিভিন্ন দেশের ৬টি সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান)।
৫	লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসার এবং ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ।	ক) লোককারুশিল্প প্রতিষ্ঠাণ কর্তৃক ১টি লোকজ উৎসব ও লোক কারুশিল্প মেলা এবং ১টি বৈশাখী মেলার আয়োজন; খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৮টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৮০০ সদস্যকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ঘ) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৭) এর মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প নিদর্শণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।	ক) লোককারুশিল্প প্রতিষ্ঠাণ কর্তৃক ২টি লোকজ উৎসব ও লোক কারুশিল্প মেলা এবং ১টি বৈশাখী মেলার আয়োজন; খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; এবং গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৯০০ সদস্যকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান।	ক) লোককারুশিল্প প্রতিষ্ঠাণ কর্তৃক ২টি লোকজ উৎসব ও লোক কারুশিল্প মেলা এবং ১টি বৈশাখী মেলার আয়োজন; খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১২টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; এবং গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১০০০ সদস্যকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর (2025-26)	৩য় বছর
৬	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অনলাইনভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ।	ক) ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে software প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্নকরণ; খ) বেসরকারী গ্রন্থাগারে অনুদান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রম এবং Software Design and Development সম্পন্নকরণ; এবং গ) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার Software Requirements Specification (SRS) এবং Terms of Reference (ToR) তৈরিকরণ।	ক) ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেমে তথ্য সংযোজন; খ) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রম এবং Software Design and Development সম্পন্নকরণ; এবং গ) গবেষণা অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার Software Requirements Specification (SRS) এবং Terms of Reference (ToR) তৈরিকরণ।	ক) ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদকরণ; খ) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে UAT (User Acceptance Test), User Training and Piloting সার্ভার হোস্টিং সম্পন্নকরণ ও সকল ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্তকরণ; এবং গ) গবেষণা অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার ক্রয় কার্যক্রম এবং Software Design and Development সম্পন্নকরণ।
৭	মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন।	ক) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ১৭টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি কার্যক্রম চালুকরণ; খ) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ৭টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালুকরণ; গ) সংস্কৃতির উন্নয়নে দেশ/বিদেশে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন, ইনোভেশন শোকেসিং /লার্নিং সেশন আয়োজন; ঘ) ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন /কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন; ঙ) কার্যকর ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের উদ্দশ্যে ৭ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; চ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন তদারকি ও সুপারিশ বাস্তবায়ন; ছ) অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমুহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮.৫৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয়; এবং জ) মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদান।	ক) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ২১টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি কার্যক্রম চালুকরণ; খ) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ১০টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালুকরণ; গ) সংস্কৃতির উন্নয়নে ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়ন;; ঘ) ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন /কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন; ঙ) কার্যকর ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের উদ্দশ্যে ৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; চ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৪টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন তদারকি ও সুপারিশ বাস্তবায়ন; ছ) অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমুহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০.৪১ কোটি টাকা রাজস্ব আয়; এবং জ) মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদান।	ক) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ২১টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; খ) দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে মোট ১১টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালুকরণ; গ) সংস্কৃতির উন্নয়নে ইনোভেটিভ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; ঘ) ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন /কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন; ঙ) কার্যকর ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের উদ্দশ্যে ১১ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; চ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন তদারকি ও সুপারিশ বাস্তবায়ন;এবং ছ) অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমুহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২.৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয়; এবং জ) মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদান।
৮	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, পদন্নোতি ও অন্যান্য বিষয়কে যুগোপযোগী ও সহজীকরণ।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ অনুমোদন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালা ২০২৬ অনুমোদন।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ বাস্তবায়ন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালা ২০২৬ বাস্তবায়ন।	
৯	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ ও এ বিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টিতে কার্যক্রম গ্রহণ।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে ৩টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/ কর্মশালার আয়োজন।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/ কর্মশালার আয়োজন।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে দপ্তর সংস্থার মাদ্যমে ৫টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/কর্মশালার আয়োজন।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর (2025-26)	৩য় বছর
১০	দেশের সকল ধর্মের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উদযাপন ও সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতির লালন।	ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, পূজা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন এবং ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, পূজা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন এবং ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, পূজা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন এবং ডকুমেন্টারি নির্মাণ।

সেকশন ২

(বিবেচ্য অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা) ((Performance plan for the fiscal year in question))

ক্রমিক	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	পরিমাপের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (২০২৫-২৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬-২৭)
১	সেবা প্রদান (Service Delivery)	২	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-কে অনুদান প্রদান।	সংখ্যা	3	৪৪৯১	৪৪৫০
		২	সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান।	সংখ্যা	3	১৩৪৭	১৩০০
		২	সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ।	%	2	৫৫%	৬০%
		২	বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান।	সংখ্যা	3	৭৩৫	৭৫০
		২	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ অনুদান প্রদান।	সংখ্যা	3	১২	১৭
		২	ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।	সংখ্যা	2	১৮৩২৮	৫০০০০
২	নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম (Policy and Reform Activity)	৩	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।	তারিখ	3		৩০/০৫/২০২৭
		৮	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।	তারিখ	3		৩০/০৬/২০২৭
		৮	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২৬ খসড়া এর জনপ্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ।	তারিখ	4		৩০/০৬/২০২৭

ক্রমিক	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	পরিমাপের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (২০২৫-২৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬-২৭)
৩	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা (Institutional Capacity and Efficiency)	৭	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণ।	কোটি-টাকা	4	১৩.৩৮৯৬	১৮.৫৬
		৭	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	সংখ্যা	3	১৭	৭
		৭	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থামূহের শূণ্যপদ পূরণ নিশ্চিতকরণ।	সংখ্যা	4	১০০	১৫০
		৭	৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য লার্নিং সেশন/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন।	সংখ্যা	3	৪	৬
		৭	প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ও তদারকিকরণ।	সংখ্যা	4	২	৩
		৭	দেশ/বিদেশে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন/ ইনোভেশন শোকেসিং /লার্নিং সেশন আয়োজন।	সংখ্যা	2		৩
		৭	দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	সংখ্যা	3	১৩	১৭
		৭	দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	সংখ্যা	3	৩	৫
		৬	বেসরকারী গ্রন্থাগারের অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে চালুকরণ।	তারিখ	3		৩০/০৬/২০২৭

ক্রমিক	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	পরিমাপের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (২০২৫-২৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬-২৭)
৪	উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম (Development Related and Other Activities)	১	একুশে পদক প্রদান।	তারিখ	4	২৬/০২/২০২৬	২০/০২/২০২৭
		১	দেশের সকল জাতিসত্তার সম্মিলনে নববর্ষ উদযাপন নিশ্চিতকরণ।	তারিখ	3	১৪/০৪/২০২৬	১৪/০৪/২০২৭
		৫	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন নিশ্চিতকরণ।	সংখ্যা	4	১০	২০
		৫	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কার্যক্রম সম্পাদন।	%	2	৮০	১০০
		১	বিভিন্ন মনীষীর স্বরণে আলোচনা সভা আয়োজনে বরাদ্দ প্রদান।	সংখ্যা	2	১৮০	১২০
		৩	সংস্কৃতির গবেষণা কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষককে অনুদান প্রদান।	সংখ্যা	2	১২	১২
		১০	ঈদ, পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন নিশ্চিতকরণসহ ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	সংখ্যা	3	৪	৪
		৯	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/সভা/কর্মশালার আয়োজন।	সংখ্যা	3		৩
		৪	বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/CEP সম্পন্নকরণ।	সংখ্যা	2	৩	২

সেকশন ৩
(মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত বিষয়-সংক্রান্ত প্রতিবেদন)

১.১ [২০০০ হতে ২২০০ শব্দের মধ্যে]

সংযোজনী ১

শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	মাপ্র	মাঠ প্রশাসন
২	কনই	কবি নজরুল ইন্সটিটিউট
৩	বালোকাফা	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৪	আগ্রঅ	আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৫	কঅ	কপিরাইট অফিস
৬	গগ্রঅ	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৭	জাগ্রকে	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
৮	প্রঅ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
৯	বাএ	বাংলা একাডেমি
১০	বাজাজা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
১১	বাশিএ	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
১২	সবিম	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩	ক্ষুনৃসাই	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

সংযোজনী ২

বিস্তারিত পরিকল্পনা (Detailed plan)

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর	৩য় বছর
১	দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রসার এর মাধ্যমে জাতীয় ভাবধারাপন্থী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান।	প্রতি বছরের মত ২০২৭ সালে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২১ জন গুনীজনকে একুশে পদকে ভূষিত করা হবে। ২০২৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ একুশে পদক প্রদান করা হবে। এছাড়াও, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সকল জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে। বাংলা সাহিত্যের দুই নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে প্রতি বছর তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্যাপন করা হবে। এছাড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এর মাধ্যমে বছরজুড়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অঙ্গনের কিংবদন্তি ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের জীবন ও কর্মকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন থাকবে। এতে ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় যেমন উৎসাহিত হবে। । সাহিত্যে লালন সাই-এর অবদানের প্রতি বছর আড়ম্বরভাবে তিরোধান দিবস সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা হবে। দেশ বরেণ্য মনীষীগণের স্মরণে আলোচনা সভা আয়োজনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	প্রতি বছরের মত ২০২৮ সালে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২১ জন গুনীজনকে একুশে পদকে ভূষিত করা হবে। ২০২৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ একুশে পদক প্রদান করা হবে। এছাড়াও, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সকল জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে। বাংলা সাহিত্যের দুই নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে প্রতি বছর তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্যাপন করা হবে। এছাড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এর মাধ্যমে বছরজুড়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অঙ্গনের কিংবদন্তি ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের জীবন ও কর্মকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন থাকবে। এতে ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় যেমন উৎসাহিত হবে। । সাহিত্যে লালন সাই-এর অবদানের প্রতি বছর আড়ম্বরভাবে তিরোধান দিবস সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা হবে। দেশ বরেণ্য মনীষীগণের স্মরণে আলোচনা সভা আয়োজনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	প্রতি বছরের মত ২০২৭ সালে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২১ জন গুনীজনকে একুশে পদকে ভূষিত করা হবে। ২০২৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ একুশে পদক প্রদান করা হবে। এছাড়াও, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সকল জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে। বাংলা সাহিত্যের দুই নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে প্রতি বছর তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্যাপন করা হবে। এছাড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এর মাধ্যমে বছরজুড়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অঙ্গনের কিংবদন্তি ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের জীবন ও কর্মকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন থাকবে। এতে ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় যেমন উৎসাহিত হবে। । সাহিত্যে লালন সাই-এর অবদানের প্রতি বছর আড়ম্বরভাবে তিরোধান দিবস সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা হবে। দেশ বরেণ্য মনীষীগণের স্মরণে আলোচনা সভা আয়োজনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর	৩য় বছর
২	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিতকরণ, এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট অফিস কর্তৃক কপিরাইট সনদ প্রদানের আবেদন নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি দেশজ শিল্প -সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ৩০০০ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ১০০০ সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হবে। বে-সরকারি পাঠাগারগুলোকে প্রয়োজনীয় বই, সরঞ্জাম ও অবকাঠামো সরবরাহ করা, নিয়মিত পাঠকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর বছর বরাদ্দ প্রদান করে হয়ে থাকে। এ বছর নির্বাচিত ৭০০ বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে নির্বাচিত ৮০০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হবে। প্রতিবছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রমের কলেবর বাড়ানো হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ নির্বাচিত কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান করা হবে। এ বছর ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এককালীন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট সনদ প্রদানের আবেদন নিষ্পত্তির হার ৫০% নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি দেশজ শিল্প -সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ৩৫০০ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ১০০০ সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হবে। বে-সরকারি পাঠাগারগুলোকে প্রয়োজনীয় বই, সরঞ্জাম ও অবকাঠামো সরবরাহ করা, নিয়মিত পাঠকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর বছর বরাদ্দ প্রদান করে হয়ে থাকে। এ বছর নির্বাচিত ৭৫০ বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে নির্বাচিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে নির্বাচিত ৮৬০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ নির্বাচিত কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান করা হবে। এ বছর ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এককালীন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং পাঠাভ্যাস চর্চাকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট সনদ প্রদানের আবেদন নিষ্পত্তির হার ৭০% নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ৩৭০০ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ১০০০ সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হবে। বে-সরকারি পাঠাগারগুলোকে প্রয়োজনীয় বই, সরঞ্জাম ও অবকাঠামো সরবরাহ করা, নিয়মিত পাঠকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর বছর বরাদ্দ প্রদান করে হয়ে থাকে। এ বছর নির্বাচিত ৮০০ বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে নির্বাচিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে নির্বাচিত ৮৭০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ নির্বাচিত কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান করা হবে। এ বছর ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এককালীন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে।
৩	সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চার পরিবেশ গঠনে গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন।	দেশের নিজস্ব পরিচয়, মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়ন করা জরুরি। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতির অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষকগণকে অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে।	সংস্কৃতির অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষকগণকে অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে।	সংস্কৃতির অঙ্গনে কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষকগণকে অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে।
৪	সাংস্কৃতিক চুক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ।	দেশীয় সংস্কৃতিকে অন্য দেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ চুক্তি/ CEP চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান করা হবে।	দেশীয় সংস্কৃতিকে অন্য দেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ চুক্তি/ CEP চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান করা হবে।	দেশীয় সংস্কৃতিকে অন্য দেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ চুক্তি/ CEP চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান করা হবে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর	৩য় বছর
৫	লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসার এবং ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ।	জাতির স্বকীয় পরিচয়, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ধারণে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, দেশীয় পোশাক, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং বিভিন্ন প্রথা উৎসবের মাধ্যমেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে এ বছর ২টি সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে। লোককারুশিল্প কর্তৃক ১টি লোকজ মেলা আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৭) এর মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প নিদর্শণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।	জাতির স্বকীয় পরিচয়, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ধারণে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, দেশীয় পোশাক, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং বিভিন্ন প্রথা উৎসবের মাধ্যমেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে ৬টি সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে। লোককারুশিল্প কর্তৃক ২টি লোকজ মেলা আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	জাতির স্বকীয় পরিচয়, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ধারণে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, দেশীয় পোশাক, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং বিভিন্ন প্রথা উৎসবের মাধ্যমেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে এ বছর ৮টি সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হবে। লোককারুশিল্প কর্তৃক ২টি লোকজ মেলা আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অনলাইনভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ।	নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা সহজীকরণে ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেমে তথ্য সংযোজন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার ক্রয় কার্যক্রম এবং Software Design and Development সম্পন্নকরণ এবং গবেষণা অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার Software Requirements Specification (SRS) এবং Terms of Reference (ToR) তৈরিকরণ নিশ্চিত করা হবে।	নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা সহজীকরণে ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদকরণ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার UAT (User Acceptance Test), User Training and Piloting সার্ভার হোস্টিং সম্পন্নকরণ ও সকল ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে।	নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা সহজীকরণে ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদকরণ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/ প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার UAT (User Acceptance Test), User Training and Piloting সার্ভার হোস্টিং সম্পন্নকরণ ও সকল ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্তকরণ, এবং গবেষণা অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনার ক্রয় কার্যক্রম এবং Software Design and Development সম্পন্ন করা হবে।
৭	মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন।	দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে ঢাকাস্থ ও জেলা পর্যায়ের মোট ১৭টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি এবং ৭টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালু করা হবে। সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ইনোভেটিভ আইডিয়া সংগ্রহ করা হবে। ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন /কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রনালয়ের ৭ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।	দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে ঢাকাস্থ ও জেলা পর্যায়ের ২১টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি এবং ১০টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালু করা হবে। দেশ/বিদেশে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে ইনোভেশন শোকেসিং /লার্নিং সেশন আয়োজন করা হবে। ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন /কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়ের ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।	দাপ্তরিক কাজ সহজীকরণে ঢাকাস্থ ও জেলা পর্যায়ের ২১টি দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ১১টি দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) কার্যক্রম চালু করা হবে। ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ৪টি লার্নিং সেশন/কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রনালয়ের ১১ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসংস্থামূহের শুণ্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর	৩য় বছর
৮	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, পদন্নোতি ও অন্যান্য বিষয়কে যুগোপযোগী ও সহজীকরণ।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ এবং প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালা ২০২৬ এর চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।		
৯	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ ও এ বিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টিতে কার্যক্রম গ্রহণ।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে ৩টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা কর্মশালার আয়োজন করা হবে।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/কর্মশালার আয়োজন করা হবে।	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে দপ্তর সংস্থার মাদ্যমে ৫টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
১০	দেশের সকল ধর্মের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উদযাপন ও সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতির লালন।	দেশের সকল ধর্মের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির লালন ও সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সবার জন্য নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথ আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও বড়দিন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হবে এবং বিশেষ ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হবে।	দেশের সকল ধর্মের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির লালন ও সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সবার জন্য নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথ আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও বড়দিন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হবে এবং বিশেষ ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হবে।	দেশের সকল ধর্মের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির লালন ও সকলের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সবার জন্য নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথ আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ঈদ, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও বড়দিন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হবে এবং বিশেষ ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হবে।

সংযোজনী ৩

কর্মসম্পাদন ও প্রমাণক (Performance and proof)

ক্রমিক নং	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-কে অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
২	সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
৩	সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রত্যয়ন।
৪	বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
৬	ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রত্যয়ন।
৭	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।	খসড়া কপি এবং অনুমোদিত মভার কার্যবিবরণী।
৮	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।	খসড়া কপি এবং অনুমোদিত মভার কার্যবিবরণী।
৯	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২৬ খসড়া এর জনপ্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ।	খসড়া কপি এবং অনুমোদিত মভার কার্যবিবরণী।
১০	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণ।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রতিবেদন।
১১	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার প্রতিবেদন/কার্যবিবরণী।
১২	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থামূহের শূণ্যপদ পূরণ নিশ্চিতকরণ।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন।
১৩	৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য লার্নিং সেশন/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন।	স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
১৪	প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ও তদারকিকরণ।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিদর্শনের সামারি শিট।
১৫	দেশ/বিদেশে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন/ ইনোভেশন শোকেসিং /লার্নিং সেশন আয়োজন।	স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
১৬	দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রতিবেদন।
১৭	দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রতিবেদন।
১৮	বেসরকারী গ্রন্থাগারের অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে চালুকরণ।	সিস্টেম জেনারেটেড রিপোর্ট।
১৯	একুশে পদক প্রদান।	পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

ক্রমিক নং	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
২০	দেশের সকল জাতিসত্বার সম্মিলনে নববর্ষ উদযাপন নিশ্চিতকরণ।	নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
২১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন নিশ্চিতকরণ।	অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
২২	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কার্যক্রম সম্পাদন।	অগ্রগতি উল্লেখসহ তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন।
২৩	বিভিন্ন মনীষীর স্বরণে আলোচনা সভা আয়োজনে বরাদ্দ প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
২৪	সংস্কৃতির গবেষণা কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষককে অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
২৫	ঈদ, পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন নিশ্চিতকরণসহ ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
২৬	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/সভা/কর্মশালার আয়োজন।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।
২৭	বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/CEP সম্পন্নকরণ।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট।

সংযোজনী ৪

অন্য অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল কার্যক্রমসমূহ (Activities related/dependent to other offices)

ক্রমিক নং	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	কোন অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল	সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
১	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-কে অনুদান প্রদান।		
২	সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান।		
৩	সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণে কপিরাইট সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ।	বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
৪	বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান।	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয় বাবদ অনুদান প্রদান।		
৬	ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
৭	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।		
৮	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
৯	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২৬ খসড়া এর জনপ্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
১০	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
১১	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা, অডিট অফিস।	নিয়মিত দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন।
১২	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থামূহের শূণ্যপদ পূরণ নিশ্চিতকরণ।	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
১৩	৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য লার্নিং সেশন/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন।		
১৪	প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার উৎখনন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ও তদারকিকরণ।	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
১৫	দেশ/বিদেশে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন/ ইনোভেশন শোকেসিং /লার্নিং সেশন আয়োজন।		
১৬	দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার সাংস্কিতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।	ডি-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভূক্তকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৭	দপ্তর/সংস্থায় Online Report Management System (RMS) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

ক্রমিক নং	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	কোন অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল	সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
১৮	বেসরকারী গ্রন্থাগারের অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে চালুকরণ।	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন
১৯	একুশে পদক প্রদান।		
২০	দেশের সকল জাতিসত্তার সম্মিলনে নববর্ষ উদযাপন নিশ্চিতকরণ।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
২১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন নিশ্চিতকরণ।	রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার সাংস্কিতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
২২	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কার্যক্রম সম্পাদন।	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
২৩	বিভিন্ন মনীষীর স্বরণে আলোচনা সভা আয়োজনে বরাদ্দ প্রদান।		
২৪	সংস্কৃতির গবেষণা কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়নে গবেষককে অনুদান প্রদান।		
২৫	ঈদ, পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন উপলক্ষে উৎসব ও মেলা আয়োজন নিশ্চিতকরণসহ ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা।	নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন।
২৬	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ সভা/কর্মশালার আয়োজন।		
২৭	বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে MOU/ সাংস্কৃতিক চুক্তি/CEP সম্পন্নকরণ।		